সংবাদ

তারিখ: 24 JUL 2017
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৫...

এক বছরের ব্যবধানে

ফলাফলে ছন্দপতন তিন কারণে

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়া ও ইংরেজি বিষয়ে বিপর্যয়ের কারণে এক বছরের ব্যবধানে এইচএসসি পরীক্ষার সার্বিক ফলে ছন্দপতন ঘটেছে। এছাড়াও 'বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট' বা বেদু'র নতুন পদ্ধতিতে কঠোরভাবে খাতা মুল্যায়নের কারণেও সার্বিক ফলে নেতিবাচক ধাক্কা লাগল।

২০০৩ সালে গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর প্রায় প্রতিবছরই পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। তবে এবার ছন্দপতন ঘটেছে, পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই কমেছে। এক বছরের ব্যবধানেই পাসের হার ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৮ দশমিক ৯১ শতাংশে। দশ বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) পেয়েছে ৩৭ হাজার ৯৬৯ জন, যা গতবারের চেয়ে ২০ হাজার ৩০৭ জন কম। এছাড়াও বেড়েছে শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠান, কমেছে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

এইচএসসিতে এবার সবচেয়ে কম পাস করেছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল প্রায় ৬৫ শতাংশ। এবার পাস করেছে ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। অর্থাৎ এ বোর্ডে এবার এক লাখ ৩৭২ পরীক্ষার্থীর অর্ধেকেরও বেশি ফেল করেছে। কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক বিভাগের পাসের হার সর্বনিম্ন ৩৮ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এ বোর্ডের বিজ্ঞানে পাসের হার ৭২ দশমিক ৭২ শতাংশ ও ব্যবসায় শিক্ষায় ৪৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এ ব্যাপারে কুমিল্লা শিক্ষা **ফলাফলে** : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

ফলাফলে : ছন্দপতন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল খালেক গতকাল সংবাদকে বলেন, 'প্রাথমিকভাবে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ইংরেজিতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ফেল (অকৃতকার্য) করেছে। ফেল করাদের ৩ ভাগের বেশিই ইংরেজিতে খারাপ ফল করেছে। মানবিক বিভাগেও অনেক খারাপ করায় গড় পাসের হার কমেছে।'

তিনি জানান, 'আগামীতে এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা হবে। আমরা সিরিয়াললি (গুরুত্ব সহকারে) খতিয়ে দেখব।'

কোন গ্রেস নম্বর দিয়েছেন কিনা জানতে চাইলে অধ্যাপক আব্দুল খালেক বলেন, 'না। এসব আমাদের বোর্ডে হয় না। অন্যদের ব্যাপারে আমি জানি না।'

কুমিল্লা বোর্ডের এক কর্মকর্তা, নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেন, 'এবার কুমিল্লা বোর্ডের ইংরেজি পরীক্ষার দিন ভুল করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের জন্য তৈরি প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়েছিল। এজন্য শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে খারাপ করেছে।'

এ বছর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বেড়েছে। ফলও ভালো হয়েছে। এ বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে দুই লাখ ২৪ হাজার ৩৫২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। পাস করেছে এক লাখ ৭৮ হাজার ২২০ জন। পাসের হারে ৮৩ শতাংশ।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলছেন, বেশ কয়েক বছর ধরেই পাবলিক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে লাগামহীন উদারতার কারণে ফলাফলে সাফল্যের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এর ফলে শিক্ষার মানে অগ্রগতি নিয়েও নানা বিতর্ক শুরু হয়। খাতা মূল্যায়নে দুর্বলতার কারণে অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে পাসের হার ও জিপিএ-৫।

এ অবস্থায় সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি চালু (বেদু) অর্থাৎ কঠোরতা অবলম্বন করে খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়। এতে করে পরীক্ষার ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই ধারণা ছিল শিক্ষা প্রশাসনের।

নতুন এই পদ্ধতি কার্যকর করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সেসিপ প্রকল্পের একটি ইউনিট যার নাম বেদু। এ পদ্ধতিতে খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন হওয়ায় পরীক্ষায় পাসের হার ব্যাপক হারে কমেছিল এসএসসিতে। কমেছিল জিপিএ-৫ সহ বেশ কিছু সূচক। এরই ধারাবাহিকতায় এইচএসসিতে বেদু'র উদ্যোগ প্রথমবারের মতো কার্যকর করা হয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণে এবার পাসের হার কয়েক বছরের মধ্যে বেশ খানিকটা কমেছে। তবে এ পরিবর্তন সময়োপযোগী। আগে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি যথাযথ ছিল না।'

মন্ত্রী বলেন, 'শত বছরের একটা পদ্ধতি গত তিন বছর ধরে পরিবর্তনের জন্য আমরা কাজ করেছি। বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদরা কাজ করেছেন। এবার নতুন পদ্ধতিতে যথাযথ মূল্যায়ন হওয়ায় মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার কিছুটা কমেছে। আমাদের কাছে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং এজন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যারা পাসের হার কেবল বাড়ছে- একথা শুনে অভ্যস্ত তাদের কাছে একটু বিস্ময় হতে পারে। যেহেতু এটা একটা আমাদের অগ্রগতি, সেই কারণে জিনিসটা আমি সবাইকে স্বাভাবিকভাবে নিতে অনুরোধ জানাব।'

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'গত এসএসসির ফল আগের তুলনায় কিছুটা খারাপ হলেও উচ্চ মাধ্যমিকেও সঠিক খাতা মূল্যায়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল। যুগের পর যুগ ধরে একটি ত্রুটিপূর্ণ খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি ছিল। এর পরিবর্তনের ফলে এখন পরীক্ষার সঠিক ফল পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে আরও কঠোরভাবে উদ্যোগ কার্যকর হবে বলে।'

এবার পরীক্ষায় ১০ শিক্ষা বোর্ডের আট হাজার ৭৭১টি প্রতিষ্ঠানের ১১ লাখ ৬৩ হাজার ৩৭০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে পাস করেছে আট লাখ এক হাজার ৭১১ জন। পাসের হার ৬৮ দশমিক ৯১ শতাংশ। গত বছর পাসের হার ছিল ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ।

এবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৯৬৯ জন, গত বছর ছিল ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার ৫৩২টি, গত বছর ছিল ৮৪৮টি। কেউ পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবার ৭২টি, গত বছর ছিল ২৫টি।

খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'পরীক্ষার পর পরীক্ষকরা খাতা নিয়ে যান এবং বোর্ডে ফলাফল জমা দেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায়- ভালো করে খাতা দেখেন না অনেকেই। এ কারণে একটি পরীক্ষা পর্যালোচনা পর্ষদ করে সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়' জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'একই খাতা ২০টি ফটোকপি করে দেয়া হয় দেশের ২০ জন সেরা পরীক্ষককে। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদাভাবে নম্বর নেয়া হয়। দেখা যায়, ২০ জনই ২০ ধরনের নম্বর দিয়েছেন। একজন ছাত্র ৪ পাচ্ছে, আরেকজন ছাত্র এখানে সাত পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে কত পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে?'

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফলের ব্যাপারে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি ও শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার সংবাদকে বলেন, 'এসএসসির মতো উচ্চ মাধ্যমিকেও তার প্রতিষ্ঠানে ফল খুবই ভালো। তবে এবার সরকারের নেয়া নতুন পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়ন এবং কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণে কঠোরতা অবলম্বন ও প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়ার কারণে সারাদেশে পাসের হার কিছুটা কমেছে।' তবে তিনি মনে করেন, নতুন এ উদ্যোগ দেশের শিক্ষার জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী এবার বিভিন্ন মানের সাড়ে ১২ শতাংশ খাতা মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন জনকে দেখানো হয়। খাতা দেখার পর মিলিয়ে দেখা হয়, মূল্যায়ন সঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না। আর প্রধান পরীক্ষকের খাতা দেখার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের রাখা হয় মূল্যায়ন করার জন্য। এর মাধ্যমে দেখা হয়, প্রধান পরীক্ষকরা ঠিকমতো খাতা দেখেছেন কিনা।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. তপন কুমার সরকার সংবাদকে বলেন, 'নতুন পদ্ধতির কারণে পরীক্ষকরা চাপের মধ্যে ছিলেন। কারণ তার চিন্তা ছিল যে তার খাতা আবার দেখা হতে পারে। এজন্য তাকে কঠোর পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।' এবার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন পরীক্ষকের ফাঁকি দেয়ার সুযোগ ছিল না দাবি করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, 'শতভাগ হয়ে গেছে এটা আমি বলছি না। নতুন পদ্ধতিতে একই ধারায় নম্বর দেয়ার কারণে তুলনামূলকভাবে অন্য বছরের চেয়ে বেশি ফেল করেছে।'

সৃজনশীলেও বিপর্যয়

এ বছর ২৬টি বিষয়ের ৫০টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হয়। গত বছর ১৯টি বিষয়ের ৩৬টি পত্রে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। গত বছরের তুলনায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে বিষয় বেড়েছে ৭টি ও পত্র বেড়েছে ১৪টি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকার একটি সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক সংবাদকে বলেন, 'আসলে সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষকরা কোন প্রশিক্ষণই পান না। গড়ে একশ শিক্ষকের ৪-৫ জন নামকাওয়াস্তে তিনদিন বা সাতদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকরা সৃজনশীল বিষয়ে যথাযথ ধারণা পাচ্ছেন না, ক্লাসরুমে গিয়ে বিব্রত হচ্ছেন। এর ফলে বিত্তশালী পরিবারের শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারে দৌড়াচ্ছেন। আর নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা চাপা আতঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা হলে ঢুকছেন।'